কে দাড়াঁতে পারবে বৈজ্ঞানিক আফিয়া সিদ্দীকির পাশে?

মুজাহিদ শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুক)
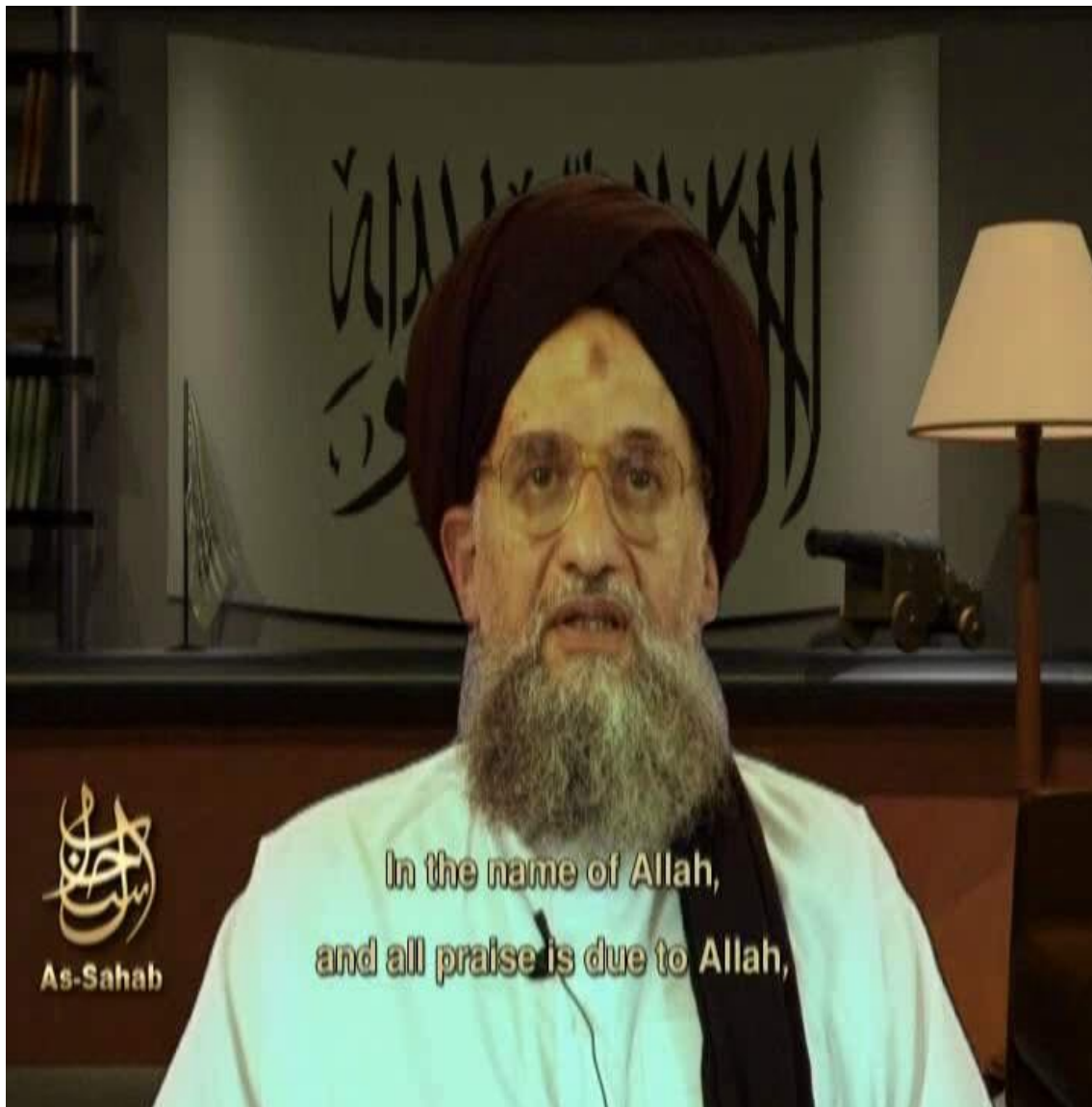
بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর নামে শুরু । সকল প্রশংসা আল্লাহতাআলার এবং দোয়া ও শান্তি আল্লাহর বার্তাবাহকের উপর এবং তাঁর পরিবার এবং সাথীদের এবং তারা যাকে অনুসরন করেছে তাদের উপর।হে, পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মুসলিম ভাইয়েরাঃ

আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও ক্ষমা এবং তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমেরিকান আদালত বোন আফিয়া সিদ্দীকিকে ৮০ বছরের জেল দিয়েছে।আমার এই বিবরনীতে দুইটি বার্তা আছেঃ প্রথমটি আমেরিকার জন্য এবং দ্বিতীয়টি পাকিস্তানের মুসলিম জাতির জন্য।

আমি আমার বার্তায় আমেরিকাকে এটি বলতে চাই, বিচার করেন , কারন আপনারা আপনাদের উপর বিচার অর্পন করতেছেন। এবং অবিবেচার করে আপনারা আপনাদের উপর অবিবেচার করতেছেন।এবং আপনারা শুধু আক্রমন করতেছেন আপনাদের জন্যই। জান্নাত এবং এই পৃথিবীর মালিকের শপথ আমরা বিচার দিবসের দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করব অথবা যতদিন পর্যন্ত আপনাদের অপরাধগুলো বন্ধ না হচ্ছে।অতএব যাকে ইচ্ছা তাকে আপনারা বন্দী করতে পারেন, এবং যাকে ইচ্ছা তাকে আপনারা হত্যা করতে পারন, এবং যাকে ইচ্ছা তাকে আপনারা বোম মারতে পারেন, এবং আপনাদের ইচ্ছামত আপনারা অত্যাচার চালাতে পারেন, ইসলামের জনগণ আপনাদের পিছনে সমানভাবে আছেঃ বোমের বিনিময়ে বোম ,হত্যার বিনিময়ে হত্যা, ধ্বংসের বিনিময়ে ধ্বংস এবং আক্রমন।

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু।আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।[আল-বাকারাহঃ১৯০-১৯৩]

আমার এই আহবান পাকিস্তানের মুসলিম জাতির জন্য, আমি এর জন্য কিছু কথা বলব, এখনকার সময় আঘাতের সময়ঃ আপনাদের সরকার এবং আপনাদের সামরিক বাহিনীর প্রধানেরা আপনাদেরকে মর্যাদাহীন, অনুভূতিহীন, আত্নসম্মানহীন, মূল্যহীন জনগণ হিসেবে তৈরি করেছে।আমেরিকান এবং তাদের ক্রুসেডের জোটেরা আপনাদের দেশে হানা দিয়েছে এবং আপনাদের জনগনকে হত্যা করছে এবং আপনাদের গ্রামগুলি ধ্বংস করছে এবং আপনাদের মহিলাদের বন্দী করছে , অতএব আপনারা কি এগুলোর উপর আরো অধিক অবমানিত , এবং আরো বড় অপমানিত হতে চান?হে পাকিস্তানের মুক্ত জনগন এবং ইহার সম্মানিত জনগন এবং সততা ও অনুরাগ ও সংরক্ষনের জনগন, হে ইহার ইসলামের সৈনিকেরাঃ পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং রাস্তাও পরিষ্কার , অতএব যে কেউই আফিয়া সিদ্দিকীকে মুক্ত করতে চায় এবং প্রতিশোধ নিতে চায় যারা তাকে আক্রমন করেছিল , এবং অন্যান্য সকল মুসলিম মহিলাদের মুজাহিদদের অনুসরন করা এবং তাদের সাহায্য করা এবং তাদের সাথে যোগ দেয়া উচিত, জিহাদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে আত্নতৃপ্তি নেই এবং জিহাদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে মর্যাদা নেই।

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।[আন-নিসাঃ৭৪-৭৬]

এবং এইটি তাদের জন্য যথেষ্ঠ যাদের হৃদয়ের মধ্যে ঘৃনা এবং লজ্জা আছে।এবং আমাদের শেষ দোয়া সকল প্রশংসা আল্লাহতাআলার এবং আল্লাহর বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) উপর এবং তাঁর পরিবার এবং সাথীদের উপর।আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও ক্ষমা এবং তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

পরিবেশনায়

আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ